যায়যায়দিন

তারিখ ... 12 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ......

এমপিও স্থগিত হয়নি যাচাই-বাছাই চলছে

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের দাবি

যাযাদি রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, এমপিও তালিকা স্থগিতের কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এমপিও তালিকা যাচাই-বাছাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন যেগুলোতে আপত্তি আছে তা চিহ্নিত করা হবে। এছাড়া আরো শতাধিক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়টি তারা বিবেচনা করছেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তির সৃষ্ট জটিলতা নিয়ে মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী তার অফিসকক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী যে দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত হওয়ার বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন ওই বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, লালমনিরহাটে বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলুর বাবা শহীদ আবুল কাশেমের নামে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণে বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী জি এম কাদেরের ডিও লেটার ছিল। এছাড়া পটুয়াখালীর ধানখালী টেকনিক্যাল বিএম কলেজের এমপিওর জন্য স্থানীয় এমপি ও পানিসম্পদমন্ত্রী কোনো ডিও না দিলেও দেখা গেছে ডেপুটি স্পিকার প্রতিষ্ঠানটির জন্য ডিও লেটার দেন। তিনি বলেন, এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধ থাকে। সে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হয়। তবে তারা কোনো অনিয়ম স্থগিত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

স্থগিত : এমপিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করেননি। তারপরও যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে। অনিয়মে কারো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এদিকে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তির (বেতন বাবদ মাসিক সরকারি অংশ প্রদান) তালিকা সংশোধনের নির্দেশে চলতি অর্থবছরের মধ্যে বাজেটে বরাদ্দ অর্থ খরচ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। আগামী ১০ জুন সংসদে নতুন অর্থবছরের বাজেট পেশ করা হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমপিওর জন্য বরাদ্দকৃত ১১২ কোটি টাকা চলতি অর্থবছরের মধ্যে খরচ করতে না পারলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত যাবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বাজেটের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত শেষ করা হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মতো খরচ করা সম্ভব হবে।

৭ মে অর্থবছর পর ১ হাজার ২২টি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তালিকা প্রকাশের পরপরই ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এতে কয়েকটি জেলার প্রাধান্য থাকায় বৈষম্য সৃষ্টিরও অভিযোগ ওঠে। আরো অভিযোগ ওঠে, আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-এমপিদের তদবির করা কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিও পায়নি। বিএনপি-জামায়াত নেতাদের গড়া প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে, এমনকি এমপিও প্রদানে প্রণীত নীতিমালা মানা হয়নি। সোমবার মন্ত্রী পরিষদের সভায়ও প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এমনকি সেখানে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের তোপের মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ওইদিন রাত থেকে এমপিওভুক্তির তালিকা যাচাই-বাছাই শুরু করা হয়। তালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কোন কারণে এমপিওভুক্ত হয়েছে, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হবে এবং বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন পেশ করা হবে।